এ. এ. পদ্মনাভন

বনাম

কেরালা রাজ্য এবং অন্যান্যরা

(২০১৮ সালের দেওয়ানী আপিল নং ২২০৬)

১৬ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৮,

[এ. কে. সিক্রি এবং অশোক ভূষণ, বিচারপতিদ্বয়]

কেরালা শিক্ষা আইন, ১৯৫৮:

ধারা ১৫ (১)--রাজ্য সরকার কর্তৃক বিদ্যালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ--আপিলকারীদের (বেসরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের পরিচালকদের) আদালত তাদের স্কুল বন্ধ করার অধিকার দিয়েছে--তবে, রাজ্যকে স্কুলটি দখলের কথা বিবেচনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল--স্কুলগুলি বন্ধ হওয়ার আগে, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী স্কুলগুলি নিজের দখলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন--রাজ্য আইনসভা এই মর্মে প্রস্তাব পাস করেছে--এরপর, ধারা ১৫ (১)-এর অধীনে বিবেচনা করা অনুসারে স্কুলটির দায়িত্ব গ্রহণের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল--পূর্ববর্তী বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সংশোধন করা হয়েছিল--উভয় বিজ্ঞপ্তিকে বিরোধিতা করে আপিলকারীরা রিট পিটিশন দাখিল করেছেন--আবেদনপত্র খারিজ করা হয়েছিল--রিট আপিলও খারিজ করা হয়েছিল--আপিলের সময় যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছিল যে, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের আগে স্কুলটি দখল করা সম্ভব ছিল না, তাই স্কুলটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল; স্কুলের সম্পত্তি কেবলমাত্র ২০১৩ সালের ন্যায্য ক্ষতিপূরণ আইনের আশ্রয় নিয়েই অধিগ্রহণ করা যেত, ১৫ ধারার অধীনে নয়; আইনের ১৫ ধারা (একটি রাজ্য আইন) ২০১৩ সালের আইনের (একটি কেন্দ্রীয় আইন) বিধানের পরিপন্থী এবং তাই সংবিধানের ২৫৪ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে এটি বাতিল; এবং আপিলকারীদের দখলমুক্ত করার পদ্ধতি সংবিধানের ৩০০ক অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন--স্থির হয়েছেঃ যে তারিখে মুখ্যমন্ত্রী দায়িত্ব নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, সেই তারিখে স্কুলগুলি বন্ধ করা হয়নি--আইনসভা প্রস্তাব পাস করার আগে বা বিজ্ঞপ্তি জারির আগে স্কুলগুলি প্রকৃতপক্ষে বন্ধ করে দেওয়া হলেও, উক্ত সিদ্ধান্তটি তার কার্যকারিতা হারাতে পারে না--প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানকারী স্কুলগুলিকে রাজ্যের দখলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত জনস্বার্থে এবং সংবিধান এবং শিক্ষার অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২১ক অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য অনুসারে ছিল--১৯৫৮ সালের আইনটি তালিকা III এর এন্ট্রি ২৫ এর আওতাধীন শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেখানে সম্পত্তি অধিগ্রহণ তালিকা III এর ধারা ৪২ এর আওতাধীন--অতএব, ১৯৫৮ সালের আইনের ১৫ ধারার অধীনে ক্ষমতা ২০১৩ সালের আইনের বিধানের অধীনে ক্ষমতা থেকে স্বতন্ত্র এবং পৃথক--

এমনকি যদি ধরেও নেওয়া হয় যে ভিন্ন বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত দুটি আইনের কার্যকারিতায়, যদি ছোট এলাকার ক্ষেত্রে আনুষঙ্গিকভাবে দখল থাকে, তাহলে এটা বলা যাবে না যে একটি আইন অন্য আইনকে অতিক্রম করে--উভয় আইনের মূল বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট হয় যে তারা ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করে এবং ১৯৫৮ সালের আইনকে ২০১৩ সালের আইনের সাথে বিরোধপূর্ণ বলা যায় না--ধারা ১৫ এর অধীনে সম্পত্তি দখলের পদ্ধতিটি ধারা ৩০০ক-এর প্রয়োজনীয়তার সম্পূর্ণ সম্মতিতে--ভারতের সংবিধান--অনুচ্ছেদ ২১ক, ৩০০ক এবং তফসিল সপ্তম, তালিকা ৩ এন্ট্রি ২৫ এবং ৪২--শিশুদের বিনামূল্যে ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার আইন, ২০০৯--ভূমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন ও পুনর্বাসনে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ এবং স্বচ্ছতার অধিকার আইন, ২০১৩।

ভারতের সংবিধানঃ

অনুচ্ছেদ ১৫৪ ও ১৬৬--সাধারণ ধারা আইনের ৩ (৬০) ধারা অনুযায়ী সংজ্ঞায়িত রাজ্য সরকার মানে হল রাজ্যপাল--সমস্ত কার্যনির্বাহী ক্ষমতা রাজ্যপালের হাতে ন্যস্ত এবং তিনি সরাসরি বা তাঁর অধীনস্থ আধিকারিকদের মাধ্যমে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করেন--বিবেচনামূলক জংশন ব্যতীত, রাজ্যপাল স্বতন্ত্রভাবে কোনও কার্যনির্বাহী কাজ করেন না--যখন একজন মন্ত্রী কার্যবিধি অনুসারে কোনও পদক্ষেপ নেন, তখন তা বস্তুগতভাবে এবং আকারে, রাজ্যপালের পদক্ষেপ--সাধারণ ধারা আইন, ১৮৯৭-এর ধারা ৩ (৬০)।

পিথ এবং পদার্থের মতবাদের নীতিঃ

যদি সপ্তম তফসিল বা দুটি আইনের দুটি এন্ট্রিতে কোনও ওভারল্যাপিং পাওয়া যায়, তবে আদালতের কর্তব্য হল এর প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য খুঁজে বের করা এবং নির্দিষ্ট আইনটিকে তার মূল ও বস্তুতে পরীক্ষা করা--ভারতের সংবিধান--সপ্তম তফসিল।

আপিল খারিজ করে, আদালত

স্থির করেঃ ১.১) কেরালা শিক্ষা আইন, ১৯৫৮-এর ১৫ নম্বর ধারার বিধিবদ্ধ প্রকল্পটি নির্দেশ করে যে ১৫ নম্বর ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনটি পদক্ষেপ রয়েছে, সেগুলি হলঃ (ক) সরকারের সন্তুষ্টি যে জনস্বার্থে যে কোনও বিভাগের প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ নেওয়া প্রয়োজন; (খ) স্কুলগুলি অধিগ্রহণের প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য আইনসভার প্রস্তাব; এবং (গ) গেজেটে উল্লিখিত যে কোনও দিন থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলির যে কোনও বিভাগ গ্রহণের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করা। ধারা ১৫-এর উপ-ধারা (১)-এ সরকারের সন্তুষ্টি হল

প্রতিষ্ঠানগুলি দখল করার প্রক্রিয়া শুরু করার প্রথম পর্যায়। "সরকারের" সন্তুষ্টি প্রয়োজন। সরকার এই বিধানে উল্লেখ করেছে "রাজ্য সরকার"। সাধারণ ধারা আইন, ১৮৯৭-এর ধারা ৩ (৬০)-এ সংজ্ঞায়িত রাজ্য সরকার মানে একটি রাজ্যের রাজ্যপাল। 'রাজ্যপাল, এমন একটি রাজ্যের প্রধান যার মধ্যে সমস্ত কার্য সম্পাদনের ক্ষমতা ১৫৪ অনুচ্ছেদের অধীনে ন্যস্ত, ভারতের সংবিধান অনুসারে সরাসরি বা তাঁর অধীনস্থ কর্মকর্তাদের মাধ্যমে ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। অনুচ্ছেদ ১৬৬ (১)-এর অধীনে, কার্যনির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে কোনও পদক্ষেপ রাজ্য সরকার দ্বারা রাজ্যপালের নামে নেওয়া হয়। ১৬৬ নং অনুচ্ছেদের উপ-প্রকরণ (৩)-এর অধীনে, রাজ্যপালকে রাজ্য সরকারের কাজকর্মের আরও সুবিধাজনক লেনদেনের জন্য এবং উক্ত কাজের মন্ত্রীদের মধ্যে বরাদ্দের জন্য বিধি তৈরি করতে হবে, যতদূর পর্যন্ত না এটি এমন কোনও কাজ নয় যার ক্ষেত্রে রাজ্যপালকে সংবিধান দ্বারা বা সংবিধানের অধীনে তাঁর বিবেচনার ভিত্তিতে কাজ করতে হয়। রাজ্যপালের বিবেচনার ভিত্তিতে কাজগুলি ব্যতীত, তিনি ব্যক্তিগতভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে কোনও নির্বাহী কাজ সম্পাদন করেন না। যখন কোনও মন্ত্রী কাজের বিধি অনুসারে কোনও পদক্ষেপ নেন, তখন এটি রাজ্যপালের পদক্ষেপের বিষয়বস্তু এবং রূপ উভয়ই হয়।

সামশের সিং বনাম পঞ্জাব রাজ্য এবং আরেকজন, (১৯৭৪) ২ এস. সি. সি. ৮৩১: [১৯৭৫] ১ এস. সি. আর. ৮১৪; এ সঞ্জীবী নাইডু, ইত্যাদি বনাম মাদ্রাজ রাজ্য ও আরেকজন, (১৯৭০) ১ এস. সি. সি. ৪৪৩: [১৯৭০] ৩ এস. সি. আর. ৫০৫-অনুসরণ করা হয়েছে।

১.২) চারটি বিদ্যালয় অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত অর্থমন্ত্রীর পরামর্শে '০৭.০৬.২০১৬'-এ নেওয়া হয়েছিল। উচ্চ আদালত বা এই আদালতে এই বিষয়টিকে বিরোধিতা করা হয়নি যে, মুখ্যমন্ত্রী বিদ্যালয়গুলির অধিগ্রহণের বিষয়ে রাজ্যের কার্যবিধির অধীনে সিদ্ধান্ত নেওয়ার যোগ্য নন।

১.৩) ১৯৫৮ সালের ১৫ (১) ধারার অধীনে সংবিধিবদ্ধ প্রকল্পের পরিপ্রেক্ষিতে ধারা ১৫ দ্বারা বিবেচিত সরকারের সন্তুষ্টি হ 'ল উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সন্তুষ্টি, যারা ব্যবসার নিয়মের অধীনে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। বিদ্যালয়টি বন্ধ করা হয়েছিল ০৭.০৬.২০১৫ বা তার পরে এবং মুখ্যমন্ত্রী যখন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সেই তারিখে, স্কুলের প্রকৃত বন্ধের ঘটনা ঘটেনি।

যে অবমাননার আবেদনটি পরিচালনা ছিল, যা ১৬.০৬.২০১৫-এ বন্ধ করা হয়েছিল, তা বন্ধ করার বিষয়ে সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা নেওয়া হয়নি এবং অবমাননার ক্ষেত্রে, রাজ্যের পক্ষ থেকে বিবৃতিটিও উল্লেখ করা হয়েছিল যে রাজ্য প্রতিষ্ঠানগুলি গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সুতরাং, মুখ্যমন্ত্রী যখন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, সেই তারিখে বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না।

১.৪) অন্য দুটি পদক্ষেপ অর্থাৎ বিধানসভার অনুমোদন এবং গেজেটে বিজ্ঞপ্তি জারি করা প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করার বিষয়ে আরও পদক্ষেপ এবং যে তারিখে সরকার সন্তুষ্ট হয়েছিল যে স্কুলটি দখল করা জনস্বার্থে, স্কুলটি বিদ্যমান ছিল, উক্ত সিদ্ধান্তটি তার কার্যকারিতা হারাবে বলে বলা যায় না, এমনকি যদি ধারা ১৫ এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি জারি করার আগে স্কুলটি বন্ধ হয়ে যায়। যখন ০৭.০৬.২০১৬-এ নেওয়া সিদ্ধান্তটি স্কুল বন্ধ করার জন্য বৈধ ছিল, তখন এটি ক্ষমতার বৈধ প্রয়োগ ছিল এবং আপিলকারীর মতে, বিধানসভা প্রস্তাবটি পাস করার আগে বা ২৭.০৭.২০১৬-এ বিজ্ঞপ্তি জারি করার আগে স্কুলটি বন্ধ করা হলেও উক্ত সিদ্ধান্তে কোনও দুর্বলতা সৃষ্টি হতে পারে না।

২) যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি অধিগ্রহণ করা হয়েছে সেগুলি হল প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। ভারতীয় সংবিধানের ২১ (ক) অনুচ্ছেদের পাশাপাশি শিশুদের বিনামূল্যে ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার আইন, ২০০৯-এর অধীনে, প্রাথমিক (উচ্চ প্রাথমিক ও নিম্ন প্রাথমিক) শিক্ষার জন্য ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য রাজ্যকে সমস্ত পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি চালানোর জন্য রাজ্যের সিদ্ধান্ত যা তাদের "দৃষ্টিভঙ্গি পরিচালনার" দ্বারা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তা জনস্বার্থে এবং শিক্ষার স্বার্থে ছিল। উচ্চ আদালত যথাযথভাবে রাজ্য সরকারের বিদ্যালয়গুলিকে সরাসরি সরকার দ্বারা পরিচালনার জন্য গ্রহণ করার সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করেছে।

৩.১) কেরালা শিক্ষা আইন, ১৯৫৮ একটি রাজ্য আইন যা তৃতীয় তালিকার ২৫ নং এন্ট্রিতে অন্তর্ভুক্ত শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।সম্পত্তি অধিগ্রহণ এন্ট্রি ৪২ তালিকা ।।। এর আওতাভুক্ত। এন্ট্রি ৪২ তালিকা ।।।।

৩.২) সপ্তম তফসিলের দুটি এন্ট্রি বা দুটি আইনে কোনও ওভারল্যাপিং পাওয়া গেলে, এটি আদালতের কর্তব্য

র প্রকৃত অভিপ্রায় এবং উদ্দেশ্য খুঁজে বের করা এবং নির্দিষ্ট আইনটিকে তার মূল ও বস্তুগত দিক দিয়ে পরীক্ষা করা।

৩.৩) ১৯৫৮ সালের আইনের ১৫ নং ধারায় বর্ণিত উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্যের জন্য রাজ্য একটি বিদ্যালয় দখল করার অধিকারী। সরকার নিম্নলিখিত যে কোনও উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়টি দখল করার অধিকারী যেগুলি হলঃ (i) রাজ্যে সাধারণ শিক্ষার মানসম্মতকরণের জন্য, বা (ii) যে কোনও ক্ষেত্রে সাক্ষরতার স্তরের উন্নতির জন্য, বা (iii) যে কোনও ক্ষেত্রে সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে আরও কার্যকরভাবে পরিচালনা করার জন্য, বা (iv) জনস্বার্থে যে কোনও বিভাগের শিক্ষাকে তাদের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য। বর্তমান ক্ষেত্রে শিক্ষার স্বার্থে জনস্বার্থে রাজ্য সরকার বিদ্যালয়টি গ্রহণ করেছে। ১৫ ধারার অধীনে রাজ্যকে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তা ২০১৩ সালের আইনের বিধানগুলির অধীনে রাজ্যের দখলে থাকা ক্ষমতা থেকে স্বতন্ত্র এবং পৃথক।

৩.৪) এমনকি যদি ধরে নেওয়া হয় যে, বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত দুটি আইনের কার্যকারিতার ক্ষেত্রে দুটি আইনের কার্যকারিতার ক্ষেত্রে একটি ছোট ক্ষেত্রের ক্ষেত্রে একটি আনুষঙ্গিক দখল রয়েছে, তবে এটি ধরে নেওয়া যায় না যে একটি আইন অন্যটিকে অগ্রাহ্য করে। উভয় আইন, অর্থাৎ, আইন, ১৯৫৮ এবং আইন, ২০১৩-এর মূল বিষয় এবং সারমর্মের দিকে নজর দিলে, এটি স্পষ্ট যে তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করে এবং এটি বলা যায় না যে ১৯৫৮ সালের আইন ২০১৩ সালের আইনের পরিপন্থী। অতএব, ১৯৫৮ সালের আইন এবং ২০১৩ সালের আইন বিভিন্ন ক্ষেত্রে কার্যকর এবং ১৯৫৮ সালের আইনের ১৫ ধারা কোনওভাবেই ২০১৩ সালের আইনের পরিপন্থী নয়। ১৫ ধারার অধীনে রাজ্য সরকারের স্কুলগুলি দখলের ক্ষমতা প্রয়োগে কোনও অবৈধতা ছিল না।

দীপ চাঁদ বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য এবং অন্যান্যরা, এ. আই. আর ১৯৫৯ এস. সি ৬৪৮: [১৯৫৯] সম্পূরক. এস. সি. আর ৮; কেরালা রাজ্য এবং অন্যান্যরা বনাম মার আপ্পরেম কুরি কোম্পানি লিমিটেড এবং আরেকজন, (২০১২) ৭ এস. সি. সি ১০৬: [২০১২] ৪ এস. সি. আর ৪৪৮; কর্তার সিং, বনাম পঞ্জাব রাজ্য, (১৯৯৪) ৩ এস. সি. সি ৫৬৯: [১৯৯৪] ২ এস. সি. আর ৩৭৫; এ. এস. কৃষ্ণা এবং অন্যান্যরা বনাম মাদ্রাজ রাজ্য, এ. আই. আর ১৯৫৭ এস. সি ২৯৭: [১৯৫৭] এস. সি. আর. ৩৯৯; ভারতের ইউনিয়ন এবং অন্যান্যরা বনাম শাহ গোবর্ধন এল কাবরা টিচার্স কলেজ, (২০০২) ৮ এস. সি. সি ২২৮:৩ সম্পূরক এস. সি. আর ২২০-এর উপর নির্ভর করেছিল।

৩.৫) ধারা ১৫ (২)-এর অধীনে বিধান করা হয়েছে যে, যেখানে কোনও বিদ্যালয় উপ-ধারা (১)-এর অধীনে সরকারের উপর ন্যস্ত রয়েছে, সেখানে প্রজ্ঞাপনের তারিখ অনুযায়ী তার বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তার অধিকারী ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে। মালিকরা প্রজ্ঞাপনের তারিখে বাজার মূল্যে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী হওয়ায়, সম্পত্তি গ্রহণের প্রক্রিয়াটি ভারতের সংবিধানের ৩০০এ অনুচ্ছেদের প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণরূপে মেনে চলে।

ভুসাওয়াল পৌর পরিষদ বনাম নিভরুতি রামচন্দ্র ফলক এবং অন্যান্যরা, (২০১৫) ১৪ এস. সি. সি ৩২৭ = [২০১৩] ১৭ এস. সি. আর ২৫৯-বিশিষ্ট।

মামলার প্রসঙ্গ

[১৯৭৫] ১ এস. সি. আর. ৮১৪	অনুসরণ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৬
[১৯৭০] ৩ এস. সি. আর. ৫০৫	অনুসরণ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৭
[১৯৫৯] সম্পূরক এস. সি. আর. ৮	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩০
[২০১২] ৪ এস. সি. আর. ৪৪৮	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩১
[১৯৯৪] ২ এস. সি. আর. ৩৭৫	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩২
[১৯৫৭] এস. সি. আর. ৩৯৯	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩৩
[২০০২] ৩ সম্পূরক এসসিআর ২২০	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩৪
[২০১৩] ১৭ এস. সি. আর. ২৫৯	বিশিষ্ট	অনুচ্ছেদ ৩৯

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ারঃ ২০১৮ সালের ২২০৬ নং দেওয়ানি আপিল।

২০১৭ সালের রিট আপিল নং ৩৩৬-এ ইমাকুলামে কেরালা হাইকোর্টের ০১.০৮.২০১৭ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে উদ্ভূত।

২০১৮ সালের ২২০৭ এবং ২২০৮ নম্বর দেওয়ানি আপিলের সাথে।

মোহিত পল, হর্ষদ ভি. হামিদ, দিলীপ পুলাকোট, সুশ্রী অ্যাশলি হর্ষদ, আপিলকারীর পক্ষে আইনজীবী।

জয়দীপ গুপ্ত, প্রবীণ আইনজীবী, জি প্রকাশ, জিষ্ণু এম. এল., সুশ্রী প্রিয়াঙ্কা প্রকাশ, সুশ্রী বীনা প্রকাশ, বিনয় শঙ্কর ভি. এল., উত্তরদাতাদের পক্ষে আইনজীবীরা।

আদালতের রায়টি দিয়েছেন

অশোক ভূষণ, বিচারপতি- ১) অনুমতি মঞ্জুর করা হয়েছে।

২) এই তিনটি আপিল তিনটি বেসরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন ব্যবস্থাপকদের দ্বারা কেরালা হাইকোর্টের ০১/০৮/২০১৭ তারিখের সাধারণ রায়কে প্রশ্নবিদ্ধ করে দায়ের করা হয়েছে, যার দ্বারা কেরালা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ আপিলকারীদের দায়ের করা রিট আপিল খারিজ করার সময় পণ্ডিত একক বিচারকের রায়কে নিশ্চিত করেছে যেখানে আপিলকারীরা কেরালা রাজ্য কর্তৃক জারি করা বিজ্ঞপ্তি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে, যা আপিলকারীদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল।

৩) এই আপিলগুলিতে উত্থাপিত তথ্য এবং বিষয়গুলি একই রকম হওয়ায়, ২০১৭ সালের বিশেষ অনুমতি আবেদন (সি) নং ২৪৩৮৬ থেকে উদ্ভূত দেওয়ানি আপিলের তথ্য এবং আবেদনের উল্লেখ এই সমস্ত আপিলের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য যথেষ্ট হবে।

৪) আপিলকারী কেরালা রাজ্যের ত্রিশুর জেলার কিরালুরে পিএমএলপি স্কুল পরিচালনা করছিলেন, যা একটি সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানও ছিল। আপীলকারী স্কুলটি বন্ধ করার অভিপ্রায় নিয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিলেন, যা কেরালা শিক্ষা আইন, ১৯৫৮ (এরপরে "আইন" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এর ধারা ৭ (৬) দ্বারা প্রয়োজনীয়। শিক্ষা কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীকে প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ করার অনুমতি দেয়নি, যার ফলে আবেদনকারী ২০১৫ সালের ডব্লিউ. পি. (সি) নং ১২৮৭৩ দ্বারা রিট পিটিশন দায়ের করেছিলেন। সাহায্যপ্রাপ্ত পিএমএলপি স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা এবং অভিভাবক শিক্ষক সমিতির সভাপতি এবং স্কুল সংরক্ষণ সমিতির সভাপতি ২০১৫ সালের ডবলুপি (সি) নং ১২২০৫ দায়ের করেছিলেন, সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলটি বন্ধ করার জন্য সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের ব্যবস্থাপকের গৃহীত পদক্ষেপের বিরোধিতা করে। বিদ্যালয়টি দখল করার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে একটি নির্দেশও চাওয়া হয়েছিল। বিজ্ঞ একক বিচারক রিট পিটিশনটি মঞ্জুর করেছিলেন যে আবেদনকারী আইন এবং কেরালা শিক্ষা বিধিমালা, ১৯৫৯ (এরপরে "বিধি" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এর বিধান অনুসারে বিদ্যালয়টি বন্ধ করার অধিকারী ছিলেন। উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে ডিভিশন বেঞ্চ ২২.০৭.২০১৫-এ রিট আপিল খারিজ করে দেয়, তবে, প্রধান শিক্ষিকা ও অন্যান্যদের দায়ের করা রিট আপিলে, ডিভিশন বেঞ্চ দ্বারা একটি নির্দেশ জারি করা হয়েছিল যাতে উত্তরদাতাদের তাদের উপস্থাপনা বিবেচনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যার মাধ্যমে প্রার্থনা করা হয়েছিল যে স্কুলটি রাজ্য সরকার দ্বারা দখল এবং পরিচালিত হবে। উপরের আদেশটি কেরালা রাজ্য দ্বারা ২০১৫ সালের বিশেষ অনুমতি আবেদন নম্বর ২৭৮২২-২৭৮২৭ দায়ের করে প্রশ্ন করা হয়েছিল। বিশেষ অনুমতি আবেদনগুলি নিম্নলিখিত আদেশ দ্বারা ০৫.১০.২০১৫-এ খারিজ করা হয়েছিলঃ-

"বিশেষ অনুমতির আবেদন খারিজ করা হয়েছে।

তবে, উত্তরদাতা-বিদ্যালয়ের শিশুদের স্বার্থে, শ্রী ভি গিরি, উত্তরদাতার পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী ন্যায্যভাবে বলেছেন যে উত্তরদাতা-স্কুল এই শিক্ষাবর্ষের শেষ পর্যন্ত তাদের সাথে থাকবে।

আমরা এটা স্পষ্ট করে দিচ্ছি যে আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে এই শিশুদের অন্য বিদ্যালয়ে স্থানান্তরিত করা রাজ্যের দায়িত্ব হবে।"

৫) রাজ্য কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়নি, তাই আবেদনকারী ২০১৫ সালের ১০৪৫ নং অবমাননার মামলা হিসাবে একটি অবমাননার আবেদন দায়ের করেছিলেন, যেখানে অবমাননার আবেদন, বিজ্ঞ সরকারী উকিল জমা দিয়েছিলেন যে স্কুল বন্ধ করার সাথে সম্পর্কিত পদ্ধতিগত আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলা হয়েছে। কোন বিবৃতিটি লক্ষ্য করে, অবমাননার মামলাটি ১৬.০৬.২০১৬ এ বন্ধ করা হয়েছিল।

৬) উপরোক্ত তারিখের আগে, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আইনের ১৫ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য অন্যান্য তিনটি প্রতিষ্ঠানের সাথে আপিলকারীর প্রতিষ্ঠানটি গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত ০৭/০৬/২০১৬-এ নিয়েছিলেন। ০৭.০৬.২০১৬-এর উপর নেওয়া মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্তটি ২৯.০৬.২০১৬-এর উপর মন্ত্রী পরিষদ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল। কেরালা বিধানসভা সর্বসম্মতিক্রমে আইনের ১৫ ধারার উপ-ধারা (১)-এর অধীনে চারটি বিদ্যালয় দখল করার জন্য ১৮.০৭.২০১৬ তারিখের প্রস্তাবটি পাস করে। ধারা ১৫ (১)-এর অধীনে বিবেচিত হিসাবে ২৭.০৭.২০১৬ তারিখের একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। ২৭.০৭.২০১৬ তারিখের পূর্ববর্তী বিজ্ঞপ্তিটি সংশোধন করে ০৩.০৮.২০১৬ তারিখের আরও একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল যাতে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের তারিখ থেকে স্কুলগুলি সম্পূর্ণরূপে সরকারের অধীনে থাকবে। '২৭.০৭.২০১৬' তারিখের বিজ্ঞপ্তি দ্বারা ক্ষুব্ধ আবেদনকারী ২০১৬ সালের রিট পিটিশন (সি) নং ২৫৭৯০-এর নেতৃত্বে একটি রিট পিটিশন দায়ের করেছিলেন যাতে '২৭.০৭.২০১৬' তারিখের বিজ্ঞপ্তি এবং '০৩.০৮.২০১৬' তারিখের বিজ্ঞপ্তি নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল। আইনের ১৫ ধারা বাতিল করার পাশাপাশি ১৯৫৯ সালের বিধি ৬, ৭ এবং ৮-কে আপত্তিকর ঘোষণা করার জন্য প্রার্থনাও করা হয়েছিল। তবে, আইন এবং বিধিগুলির বিধানকে বিরোধিতা করার জন্য আবেদনটি চাপানো হয়েছে বলে মনে হয় না। রিট পিটিশনে পাল্টা হলফনামা দাখিল করা হয়েছিল যেখানে বলা হয়েছিল যে রাজ্য সরকার দ্বারা প্রতিষ্ঠানটি দখল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, যা প্রতিষ্ঠানটি প্রকৃত বন্ধ হওয়ার আগে ছিল। প্রস্তাবটি অনুমোদন করে কেরালা বিধানসভা একটি প্রস্তাব পাস করেছে; বিজ্ঞপ্তি যথাযথভাবে জারি করা হয়েছে। এই আপিল গ্রুপের অন্যান্য আপিলকারীদের দ্বারা দায়ের করা সংযুক্ত রিট পিটিশনের সাথে আরও তিনটি রিট পিটিশনের শুনানি করা হয়েছিল।

সমস্ত রিট পিটিশনগুলি জ্ঞানী একক বিচারক তার রায় এবং তারিখের ২৩.১১.২০১৬-এর আদেশের মাধ্যমে খারিজ করে দিয়েছিলেন। ২৩.১১.২০১৬ তারিখের রায়ের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে, আবেদনকারী ২০১৬ সালের ২৩৬০ নং রিট আপিল দায়ের করেছিলেন, যেখানে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে যদিও আপিলকারীর জমা দেওয়া হয়েছিল যে তারিখটি যখন রাজ্য সরকার আইনের ১৫ ধারার অধীনে স্কুলগুলি গ্রহণ করেছিল, তখন স্কুলগুলি বন্ধ করার বিষয়টি ইতিমধ্যে কার্যকর করা হয়েছিল কিন্তু উক্ত জমা দেওয়াটি জ্ঞানী একক বিচারক দ্বারা সঠিকভাবে বোঝা যায়নি। ডিভিশন বেঞ্চ ০৯.১২.২০১৬-এর উপর সমস্ত আপিল খারিজ করে আপিলকারীদের বিজ্ঞ একক বিচারকের রায় পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করার স্বাধীনতা দেয়। ০৯.১২.২০১৬ তারিখের রায়ের বিরুদ্ধে, এই আদালতে আপিলকারীর দ্বারা বিশেষ অনুমতি আবেদনও দায়ের করা হয়েছিল, যা আপিলকারী দ্বারা বিশেষ অনুমতি আবেদন প্রত্যাহার করা হয়েছিল। আপিলকারী ২৩.১১.২০১৬ তারিখের রায় পুনর্বিবেচনার জন্য বিজ্ঞ একক বিচারকের কাছে একটি পর্যালোচনা আবেদন দায়ের করেছিলেন, যা পর্যালোচনা আবেদনটি বিজ্ঞ একক বিচারকের রায় এবং ২০.১২.২০১৬ তারিখের আদেশ দ্বারা খারিজ করা হয়েছে। ২৩.১১.২০১৬ তারিখের আদেশ এবং ২০.১২.২০১৬ তারিখের পুনর্বিবেচনা আবেদনের উপর প্রদত্ত আদেশকে বিরোধিতা করে, ডিভিশন বেঞ্চে রিট আপিল দাখিল করা হয়েছে। ডিভিশন বেঞ্চ তার ০১.০৮.২০১৭ তারিখের রায়ের মাধ্যমে রিট আপিলগুলি খারিজ করে দিয়েছে, যে রায়টি এই আপিলগুলিতে আমাদের সামনে প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে।

৭) আপিলের সমর্থনে আপিলকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী নিম্নলিখিত জমা দিয়েছেনঃ

(ক) রাজ্য সরকার কেরল শিক্ষা আইন, ১৯৫৮-এর ধারা ১৫-এর অধীনে যে বিদ্যালয়টি ইতিমধ্যেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে, তা দখল করার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারত না। ধারা ১৫-এর অধীনে বিজ্ঞপ্তিটি স্বীকারযোগ্যভাবে ২৭.০৭.২০১৬-এ জারি করা হয়েছে, যেখানে উত্তরদাতার নিজের ক্ষেত্রে বিদ্যালয়টি ০৮.০৬.২০১৬-এ বন্ধ ছিল। ধারা ১৫-এর অধীনে যে বিদ্যালয়টি বিদ্যমান, তার ক্ষেত্রে ক্ষমতা প্রয়োগ করা যেতে পারে। বন্ধ হয়ে যাওয়া বিদ্যালয়টি রাজ্য সরকার গ্রহণ করতে পারে না।

(খ) জমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন ও পুনর্বাসনে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ ও স্বচ্ছতার অধিকার আইন, ২০১৩ (এরপরে "২০১৩ আইন" হিসাবে উল্লেখ করা হবে) প্রয়োগ করার পরেই বিদ্যালয় এবং এর সম্পত্তি রাজ্য দ্বারা অধিগ্রহণ করা যেত, ক্ষতিপূরণ প্রদানের পরে, উপরে উল্লিখিত ২০১৩ আইন অনুসারে খনন করা হয়েছিল।

(গ) কেরালা শিক্ষা আইন, ১৯৫৮-এর ধারা ১৫, যা রাজ্যের আইনসভা দ্বারা এন্ট্রি ২০-এর অধীনে আসে, 'সমবর্তী তালিকার তৃতীয় তালিকাটি দ্বন্দ্বে রয়েছে এবং ২০১৩ সালের আইনের বিধানগুলির বিরোধী, যা সংসদ দ্বারা সমবর্তী তালিকার এন্ট্রি ৪২ তালিকা ৩-এর অধীনে তৈরি করা হয়েছে, ভারতের সংবিধানের ২৫৪ অনুচ্ছেদের পরিপ্রেক্ষিতে অকার্যকর। রাজ্য সরকার বিষয়টির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় এমন আইনের বিধান প্রয়োগের ছদ্মবেশে আবেদনকারীকে বিতাড়িত করেছে এবং আবেদনকারীকে উচ্ছেদ করার পদ্ধতি ভারতের সংবিধানের ৩০০ক অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন।

ঘ) ২০১৫ সালের এসএলপি (সি) নং ২৭৮২৭ খারিজ করার সিদ্ধান্তের মাধ্যমে স্কুল বন্ধ চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল, যখন এই আদালত ০৫.১০.২০১৫-এ আদেশ জারি করেছিল।

৮) উপরের বক্তব্যটি প্রত্যাখ্যান করে কেরালা রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ কৌঁসুলি বলেন যে রাজ্য সরকার কেরালা শিক্ষা আইন, ১৯৫৮-এর ১৫ ধারার অধীনে তার ক্ষমতা বৈধভাবে প্রয়োগ করেছে। মুখ্যমন্ত্রী ০৭.০৬.২০১৬ তারিখে স্কুলটি দখলের সিদ্ধান্ত নেন, যে তারিখে স্কুলটি আসলে বন্ধ করা হয়নি। অতএব, আপিলকারীর এই যুক্তিতে কোনও সার নেই যে স্কুলটি ইতিমধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে এবং রাজ্য সরকার এটি গ্রহণ করতে পারত না। এটি জমা দেওয়া হয় যে মুখ্যমন্ত্রীর তারিখের ০৭.০৬.২০১৬ সিদ্ধান্তটি মন্ত্রী পরিষদ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল ২৯.০৬.২০১৬-এর সিদ্ধান্তের মাধ্যমে। বিদ্যালয়টি দখল করার সিদ্ধান্তের ফলস্বরূপ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে এবং তারিখের বিজ্ঞপ্তি জারি করার ক্ষেত্রে কোনও অবৈধতা নেই। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে কেরালা শিক্ষা আইন, ১৯৫৮-এর ধারা ১৫-এর বিধান ২০১৩ সালের এফ আইনের বিধানগুলির থেকে আলাদা ক্ষেত্রে কাজ করে। কোনও দ্বন্দ্ব নেই বা ধারা ১৫ কোনওভাবেই নেই-২০১৩ সালের আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। উভয় আইনই তাদের নিজস্ব ক্ষেত্রে কাজ করে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রদানের বাধ্যবাধকতা মেনে বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য রাজ্য কর্তৃক বিদ্যালয়গুলি গ্রহণের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ধারা ১৫ নিজেই বাজার দরে জি ক্ষতিপূরণ প্রদানের কথা বিবেচনা করে এবং কালেক্টর ইতিমধ্যে বিদ্যালয়গুলির বাজার মূল্য নির্ধারণ করেছেন, যার বিবরণ ইতিমধ্যে পাল্টা হলফনামার মাধ্যমে নথিতে আনা হয়েছে। যে বিদ্যালয়গুলি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল তার মধ্যে একটি ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করেছে। ২০১৬ সালের রিট পিটিশন (সি) নং ২৫৬২২ দায়ের করা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে একটি বিজ্ঞ একক বিচারকের রায়কে বিরোধিতা করেনি এবং তা গ্রহণ করেছে।

৯) আমরা পক্ষগুলির জন্য বিজ্ঞ আইনজীবীর জমা দেওয়া বিষয়গুলি বিবেচনা করেছি এবং নথিটি পর্যালোচনা করেছি।

প্রাসঙ্গিক সংবিধিবদ্ধ বিধান

১০) রাষ্ট্রপতির সম্মতি পাওয়ার পর রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নত সংগঠন ও উন্নয়নের জন্য কেরালা শিক্ষা আইন, ১৯৫৮ প্রণয়ন করা হয়েছিল। ধারা ২ উপ-ধারা (১)-এ "সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়" এবং ধারা ২ উপ-ধারা (৯)-এ "বিদ্যালয়"-কে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছেঃ

"২) (১) "সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়" অর্থ এমন একটি বেসরকারী বিদ্যালয় যা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত এবং সরকারের কাছ থেকে সহায়তা গ্রহণ করছে, তবে ভারতের সংবিধানের ৩৩৭ অনুচ্ছেদের অধীনে অনুদান পাওয়ার অধিকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি অন্তর্ভুক্ত হবে না, যতদূর পর্যন্ত তারা সেই অনুদানের অতিরিক্ত সহায়তা গ্রহণ করছে যার তারা অধিকারী;

২(৯) "বিদ্যালয়" বলতে বিদ্যালয়ের জমি, ভবন, খেলার মাঠ এবং ছাত্রাবাস এবং বিদ্যালয়ের সাথে সম্পর্কিত আসবাবপত্র, বই, যন্ত্রপাতি, মানচিত্র এবং সরঞ্জামের মতো অস্থাবর সম্পত্তি বোঝায়ঃ

১) কেরালা শিক্ষা আইন, ১৯৫৮-এর ৭ নং ধারায়, যা "বিদ্যালয়গুলির ব্যবস্থাপকদের" সঙ্গে সম্পর্কিত, ৭ নং উপ-ধারায় (৬) ব্যবস্থাপককে এক বছরের বিজ্ঞপ্তি না দেওয়া পর্যন্ত বিদ্যালয় বন্ধ করতে নিষেধ করা হয়েছে। ৭ নং উপ-ধারায় (৬) নিম্নরূপ উদ্ধৃত করা হয়েছেঃ

"৭ (৬) কোনও ব্যবস্থাপক কোনও বিদ্যালয় বন্ধ করতে পারবেন না, যদি না তাঁর ইচ্ছার এক বছরের বিজ্ঞপ্তি , যা কোনও বছরের ৩১শে মে-তে শেষ হয়ে যায়, এই বিষয়ে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত আধিকারিককে দেওয়া হয়।

কেরালা শিক্ষা বিধিমালা, ১৯৫৯-এর আরও ২৪ নং নিয়মে বেসরকারী বিদ্যালয়গুলি বন্ধ করার বিধান রয়েছে যা নিম্নলিখিত প্রভাবের জন্যঃ

"২৪) বেসরকারী বিদ্যালয় বন্ধ করাঃ-(১) পরিচালককে এক বছরের বিজ্ঞপ্তি না দিয়ে কোনও বেসরকারী বিদ্যালয় বন্ধ করা হবে না, যার মেয়াদ ৩১ মে শেষ হয়ে যাবে।

[(২) পরিচালক, প্রশ্নের সমস্ত দিক বিবেচনা করার পরে, বিদ্যালয় বন্ধ করার অনুমতি দিতে পারেন এবং এই ধরনের বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি বাতিল হয়ে যাবে। পরিচালকের সন্তুষ্টির জন্য পর্যাপ্ত কারণ না দেখালে অনুমতি প্রদানের পর বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহারের জন্য কোনও আবেদন গ্রহণ করা হবে না।

এই বিষয়ে পরিচালকের আদেশ চূড়ান্ত হবে।]

১২) আইনের ১৫ নং ধারায় একটি শিরোনাম রয়েছে "যে কোনও বিভাগের বিদ্যালয় অধিগ্রহণের ক্ষমতা"। ধারা ১৫ যা বর্তমান মামলার জন্য প্রাসঙ্গিক তা নিম্নরূপঃ

"১৫) যেকোনো শ্রেণীর স্কুল অধিগ্রহণের ক্ষমতা--(১) সরকার যদি সন্তুষ্ট হয় যে, রাজ্যের সাধারণ শিক্ষার মানসম্মতকরণের জন্য অথবা কোনও ক্ষেত্রে সাক্ষরতার স্তর উন্নত করার জন্য অথবা কোনও ক্ষেত্রে সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে আরও কার্যকরভাবে পরিচালনা করার জন্য অথবা জনস্বার্থে কোনও বিভাগের শিক্ষাকে তাদের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য তা করা প্রয়োজন, তা হলে তারা গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোনও নির্দিষ্ট অঞ্চল বা অঞ্চলে কোনও বিভাগের সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলিতে নির্দিষ্ট যে কোনও দিন থেকে কার্যকরভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে এবং এই ধরনের বিদ্যালয়গুলি সেই প্রজ্ঞাপনে নির্দিষ্ট দিন থেকে পুরোপুরি সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকবে।

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপধারার অধীনে কোনও বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে না যদি না ক্ষমতা গ্রহণের প্রস্তাবটি বিধানসভার প্রস্তাব দ্বারা সমর্থিত হয়।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে কোনও বিদ্যালয় সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকলে, প্রজ্ঞাপনের তারিখ অনুযায়ী তার বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তার অধিকারী ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যে ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যে অধিগ্রহণ, নির্মাণ বা উন্নতির জন্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সহায়তা বা অনুদানের মাধ্যমে কোনও স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ, নির্মাণ বা উন্নত করা হয়েছে, সেখানে এই ধরনের সহায়তা বা অনুদানের পরিমাণ বাজার মূল্য থেকে কেটে নেওয়ার পরে প্রদেয় ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা হবে।

আরও শর্ত থাকে যে, অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রদেয় ক্ষতিপূরণ হবে প্রজ্ঞাপনের তারিখে তার বাজার মূল্য অথবা অবমূল্যায়নের তুলনায় তার প্রকৃত মূল্য, যেটি কম হবে, তা হবে।

(৩) ক্ষতিপূরণের পরিমাণ এবং তার জন্য যোগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে বরাদ্দ নির্ধারণের ক্ষেত্রে কালেক্টর নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করবেন।

(৪) কালেক্টরের আদেশে ক্ষুব্ধ যে কোন ব্যক্তি, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, জেলা আদালতে আবেদন করতে পারেন, যার এখতিয়ারের মধ্যে বিদ্যালয়টি এ জাতীয় পুরস্কারের তারিখের ষাট দিনের মধ্যে অবস্থিত এবং বিচারকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে।

(৫) এই ধারার কোন কিছুই সংখ্যালঘু বিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

১৩) আবেদনকারীর আইনজীবীর দ্বারা উত্থাপিত মূল বক্তব্যগুলির মধ্যে একটি হল, যে তারিখে ধারা ১৫-এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল, অর্থাৎ ২৭.০৭.২০১৬-এর অধীনে স্কুলটি ইতিমধ্যে বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে, আইনের ১৫ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করা যেত না। বিজ্ঞ আইনজীবী জমা দিয়েছেন যে ম্যানেজমেন্টের দায়ের করা রিট পিটিশনটি উচ্চ আদালত দ্বারা স্কুল বন্ধ করার অনুমতি দেওয়ার পরে, যা ডিভিশন বেঞ্চের পাশাপাশি এই আদালত দ্বারা ০৫.১০.২০১৫-এ নিশ্চিত করা হয়েছিল, স্কুল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, যা রাজ্য সরকারকে ধারা ১৫-এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে অক্ষম করেছিল। আমরা ইতিমধ্যেই স্কুল বন্ধের জন্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের রিট পিটিশন দাখিলের বিষয়টি লক্ষ্য করেছি, যা ০৮.০৬.২০১৫ তারিখে অনুমোদিত হয়েছিল। বিজ্ঞ একক বিচারকের রায়ের বিরুদ্ধে রিট আপিল দায়ের করা হয়েছিল, যা ২২.০৭.২০১৫ তারিখে ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক নিষ্পত্তি করা হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, বিজ্ঞ একক বিচারকের রায়ে ক্ষুব্ধ হয়ে, প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষিকা এবং অভিভাবক-শিক্ষক সমিতিও রিট আপিল দায়ের করেছিল এবং রাজ্য সরকারকে প্রতিষ্ঠানগুলি দখলের নির্দেশ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিল। এই প্রসঙ্গে, ডিভিশন বেঞ্চের রায়ের ২৭ নং অনুচ্ছেদটি উল্লেখ করা দরকারী হবে, যার মাধ্যমে বিজ্ঞ একক বিচারকের রায়কে নিশ্চিত করার সময়, ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছিল যে সরকার কর্তৃক স্কুলগুলি দখল করার নির্দেশ চেয়ে জমা দেওয়া উপস্থাপনাগুলি স্থির করার জন্য। অনুচ্ছেদ ২৭ নিম্নরূপঃ-

"যাইহোক, এটি মূলত সরকারের সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয় এবং তাই, যদিও আমরা সরকারকে কোনও বাধ্যতামূলক নির্দেশনা জারি করতে পারি না, তবে কেবল স্পষ্ট করে বলতে পারি যে কর্তৃপক্ষ যাদের সামনে ডব্লিউ. পি. (সি) ১২২০৫/১৫-এ প্রসারণ পি ১৭ এবং পি ১৮ উপস্থাপনা বিচারাধীন রয়েছে তারা এই দাবির প্রতি তাদের মনোযোগ দেবে এবং উপস্থাপনের বিষয়ে যথাযথ সিদ্ধান্ত নেবে।"

১৪) উপরে যেমন লক্ষ্য করা গেছে, রিট আপিলের বিরুদ্ধে কেরালা রাজ্য বিশেষ অনুমতির আবেদন দায়ের করেছিল, যা ০৫.১০.২০১৫-এ খারিজ করা হয়েছিল। তবে আবেদনটি খারিজ করার সময়, একটি নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল যে স্কুলগুলির শিশুদের একাডেমিক বছরের শেষ অবধি চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে এবং তারপরে তাদের অন্য স্কুলে স্থানান্তরিত করা যেতে পারে। 'প্রশাসন আদালত অবমাননার আবেদন দায়ের করে অভিযোগ করে যে স্কুল বন্ধ করার বিষয়ে আদালতের আদেশ রাজ্য দ্বারা কার্যকর করা হচ্ছে না, যা সরকারী উকিলের বক্তব্যটি লক্ষ্য করে ১৬.০৬.২০১৬-এ অবমাননা বন্ধ করা হয়েছিল যে স্কুল বন্ধ করার বিষয়ে সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলা হয়েছে। ম্যানেজারের দায়ের করা রিট পিটিশনে, বিজ্ঞ একক বিচারক তার ২৩.১১.২০১৬ তারিখের রায়ে স্কুল বন্ধের প্রকৃত তারিখ সম্পর্কিত ফলাফল ফিরিয়ে দিয়েছেন। রায়ের ৯ নং অনুচ্ছেদে নিম্নলিখিত রায় দেওয়া হয়েছেঃ-

"ডব্লিউ. পি. (সি) নং ২৫২৯২/২০১৬ এর ক্ষেত্রে ১০.০৬.২০১৬ তারিখে, ডব্লিউ. পি. (সি) নং ২৫৬১৯/২০১৬ এর ক্ষেত্রে ০৯.০৬.২০১৬ তারিখে, ডব্লিউ. পি. (সি) নং ২৫৬২২/২০১৬ এর ক্ষেত্রে ০৮.০৬.২০১৬ তারিখে, ডব্লিউ. পি. (সি) নং ২৫৬৯৫/২০১৬ এর ক্ষেত্রে ০৭.০৬.২০১৬ তারিখে এবং ডব্লিউ. পি. (সি) নং ২৫৭৯০/২০১৬ এর ক্ষেত্রে ১০.০৬.২০১৬ তারিখে স্কুলগুলি বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। এখানে আবেদনকারীদের দায়ের করা আদালত অবমাননার মামলাগুলি রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে দায়ের করা হলফনামার ভিত্তিতে স্কুলগুলি বন্ধ করার বিষয়টি নথিভুক্ত করার পরে নিষ্পত্তি করা হয়েছিল। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে দাখিল করা হলফনামার ভিত্তিতে স্কুল বন্ধের তথ্য লিপিবদ্ধ করার পর আবেদনকারীরা আদালত অবমাননার যে মামলাগুলি দায়ের করেছিলেন, সেগুলি সবই নিষ্পত্তি করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রাজ্যের পক্ষ থেকে দাখিল করা হলফনামায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই কেই আইনের ধারা ১৫ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে জনস্বার্থে স্কুলগুলি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।"

১৫) বিজ্ঞ একক বিচারক এবং ডিভিশন বেঞ্চ এটাও লক্ষ্য করেছে যে, মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যেই স্কুলগুলি বন্ধ করার জন্য ১৫ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের বিষয়ে অর্থমন্ত্রীর সাথে পরামর্শের পরে ০৭.০৬.২০১৬-এর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আইনের ১৫ (১) ধারায় এই শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়েছে "যদি সরকার সন্তুষ্ট হয়, তবে তারা গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ০ তে নির্দিষ্ট যে কোনও দিন থেকে কার্যকর হতে পারে... তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-ধারার অধীনে কোনও বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে না যদি না গ্রহণের প্রস্তাবটি বিধানসভার প্রস্তাব দ্বারা সমর্থিত হয়।" উপরোক্ত বিধিবদ্ধ পরিকল্পনাটি নির্দেশ করে যে ধারা ১৫ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের তিনটি ধাপ রয়েছে, সেগুলি হল:

(ক) সরকারের সন্তুষ্টি যে জনস্বার্থে যে কোনও বিভাগের প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ নেওয়া প্রয়োজন; (খ) বিদ্যালয়গুলি গ্রহণের প্রস্তাব অনুমোদন করে বিধানসভার প্রস্তাব; এবং (গ) গেজেটে প্রজ্ঞাপন জারি করা যাতে সেখানে নির্দিষ্ট যে কোনও দিন থেকে কোনও বিভাগের সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলি গ্রহণ করা যায়।

১৬) ধারা ১৫-এর উপ-ধারা (১)-এ সরকারের সন্তুষ্টি হ 'ল প্রতিষ্ঠানগুলি গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু করার প্রথম পর্যায়। "সরকারের" সন্তুষ্টি প্রয়োজন। এই বিধানে সরকারকে "রাজ্য সরকার" বলা হয়েছে। সাধারণ ধারা আইন, ১৮৯৭-এর ধারা ৩ (৬০)-এ সংজ্ঞায়িত রাজ্য সরকার মানে কোনও রাজ্যের রাজ্যপাল। রাজ্যপাল, এমন কোনও রাজ্যের প্রধান, যার মধ্যে ১৫৪ অনুচ্ছেদের অধীনে সমস্ত কার্যনির্বাহী ক্ষমতা ন্যস্ত রয়েছে, ভারতের সংবিধান অনুসারে সরাসরি বা তাঁর অধীনস্থ কর্মকর্তাদের মাধ্যমে ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। ১৬৬ (১) অনুচ্ছেদের অধীনে, কার্যনির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য রাজ্য সরকার রাজ্যপালের নামে যে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ১৬৬ অনুচ্ছেদের (৩) উপ-ধারার অধীনে, রাজ্যপাল রাজ্য সরকারের কাজকর্মের আরও সুবিধাজনক লেনদেনের জন্য এবং উক্ত কাজের মন্ত্রীদের মধ্যে বরাদ্দের জন্য বিধি তৈরি করবেন, যতদূর পর্যন্ত না এটি এমন কোনও কাজ নয় যার ক্ষেত্রে রাজ্যপাল সংবিধান দ্বারা বা তার অধীনে তাঁর বিবেচনার ভিত্তিতে কাজ করতে বাধ্য। সরকারের বিবেচনার ভিত্তিতে কাজগুলি ব্যতীত, তিনি ব্যক্তিগতভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে কোনও কার্যনির্বাহী কাজ প্রয়োগ করেন না। যখন কোনও মন্ত্রী কার্যবিধির নিয়ম অনুযায়ী কোনও পদক্ষেপ নেন, তখন তা মূলত রাজ্যপালের পদক্ষেপ। সমশের সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্য ও আরেকজন (১৯৭৪) ২ এস. সি. সি ৮৩১ মামলায় এই আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চ ৩০ ও ৩১ অনুচ্ছেদে নিম্নলিখিত ভারতের রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যের রাজ্যপালের কার্যকারিতা সম্পর্কিত সাংবিধানিক বিধানগুলি বিবেচনা করেঃ

"৩০) যে সকল ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপাল তাঁর মন্ত্রিপরিষদের সহায়তায় এবং পরামর্শ নিয়ে সংবিধান দ্বারা বা সংবিধানের অধীনে তাঁকে প্রদত্ত কার্যাবলী সম্পাদন করেন, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে তিনি যথাক্রমে ভারত সরকার বা রাজ্য সরকারের কাজকর্মের সুবিধাজনক লেনদেনের জন্য নিয়ম তৈরি করে বা যথাক্রমে ৭৭ (৩) এবং ১৬৬ (৩) অনুচ্ছেদ অনুসারে উক্ত কাজের মন্ত্রীদের মধ্যে বরাদ্দ করে তা করেন। যেখানেই সংবিধান রাষ্ট্রপতি বা সরকারের দ্বারা কোনও ক্ষমতা বা কার্যাবলী প্রয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালের সন্তুষ্টির প্রয়োজন হয়,

যেমনটি হতে পারে, যেমন, সংবিধানের ১২৩, ২১৩, ৩১১(২) অনুবিধিতে (গ), ৩১৭, ৩৫২(১), ৩৫৬ এবং ৩৬০ অনুচ্ছেদে যে সন্তুষ্টির কথা বলা হয়েছে, তা রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালের ব্যক্তিগত সন্তুষ্টি নয়, বরং মন্ত্রিসভা শাসন পদ্ধতির অধীনে সংবিধানিক অর্থে রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালের সন্তুষ্টি। কারণগুলি হল এগুলি। এটি সেই মন্ত্রিপরিষদের সন্তুষ্টি যার সহায়তা ও পরামর্শের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপাল সাধারণত তাঁর সমস্ত ক্ষমতা ও কার্যকারিতা প্রয়োগ করেন। অনুচ্ছেদ ৭৭ (৩) বা অনুচ্ছেদ ১৬৬ (৩) কোনও ক্ষমতার প্রতিনিধিদলের জন্য সরবরাহ করে না। ৭৭ (৩) এবং ১৬৬ (৩) উভয় অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, ৭৭ (৩) অনুচ্ছেদের অধীনে রাষ্ট্রপতি এবং ১৬৬ (৩) অনুচ্ছেদের অধীনে রাজ্যপাল সরকারের কাজকর্মের আরও সুবিধাজনক লেনদেন এবং উক্ত কাজের মন্ত্রীদের মধ্যে কাজকর্মের বরাদ্দের জন্য নিয়ম তৈরি করবেন। কার্যবিধি এবং উক্ত কার্যের মন্ত্রীদের মধ্যে বন্টন নির্দেশ করে যে রাষ্ট্রপতির ক্ষেত্রে ৭৭(৩) অনুচ্ছেদ এবং রাজ্যপালের ক্ষেত্রে ১৬৬(৩) অনুচ্ছেদ এই দুটি অনুচ্ছেদের অধীনে গৃহীত কার্যবিধির অধীনে যেকোনো মন্ত্রী বা কর্মকর্তার সিদ্ধান্ত যথাক্রমে রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালের সিদ্ধান্ত।

৩১) অধিকন্তু, মন্ত্রীদের মধ্যে কার্যবিবরণ এবং কার্যবিধি রাষ্ট্রপতির ক্ষেত্রে ৫৩ অনুচ্ছেদে এবং রাজ্যপালের ক্ষেত্রে ১৫৪ অনুচ্ছেদে থাকা বিধানগুলির সাথে সম্পর্কিত, যেখানে বলা হয়েছে যে নির্বাহী ক্ষমতা রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপাল সরাসরি বা অধস্তন কর্মকর্তাদের মাধ্যমে প্রয়োগ করবেন। রাষ্ট্রপতির ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ৭৪ এবং রাজ্যপালের ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ১৬৩-এ যে বিধানগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালকে সাহায্য ও পরামর্শ দেওয়ার জন্য যথাক্রমে মন্ত্রীপরিষদ থাকবে, তা ব্যবসার বিধিমালার উৎস। এই বিধানগুলি রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালের নামে সরকারের কার্যনির্বাহী ক্ষমতা ও কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য। যেখানে কোনও মন্ত্রীর উপর ন্যস্ত কাজগুলি মন্ত্রীর দপ্তরে নিযুক্ত কোনও আধিকারিকের দ্বারা সম্পাদিত হয়, সেখানে আইনে কোনও প্রতিনিধি নেই কারণ সাংবিধানিকভাবে আধিকারিকের কাজ বা সিদ্ধান্ত মন্ত্রীর। কোনো সরকারি কর্মকর্তা কেবলমাত্র সেই যন্ত্র যা কোনো মন্ত্রীর উপর অর্পিত কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য ব্যবহৃত হয় (দেখুন হ্যালসবারির লজ অফ ইংল্যান্ড, চতুর্থ সংস্করণ, খণ্ড ১, অনুচ্ছেদ ৭৪৮, পৃষ্ঠা ১৭০ এবং কার্লটোনা লিমিটেড বনাম ওয়ার্কস কমিশনার)।

১৭) পূর্ববর্তী সাংবিধানিক বেঞ্চের রায়, অর্থাৎ, এ সঞ্জীবী নাইডু, ইত্যাদি বনাম মাদ্রাজ রাজ্য ও আরেকজন, (১৯৭০) ১ এসসিসি ৪৪৩, ১৯৩৯ সালের মোটরযান আইনের ধারা ৬৮(গ) বিবেচনা করে, যার ধারাটি নিম্নরূপ ছিল:-

যেখানে কোনও রাজ্য পরিবহণ সংস্থা মনে করে যে, একটি দক্ষ, পর্যাপ্ত, সাশ্রয়ী এবং যথাযথভাবে সমন্বিত সড়ক পরিবহন পরিষেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে, জনস্বার্থে এটি প্রয়োজনীয় যে কোনও এলাকা বা রুট বা অংশ সম্পর্কিত সাধারণভাবে বা কোনও নির্দিষ্ট শ্রেণীর সড়ক পরিবহন পরিষেবাগুলি রাজ্য পরিবহণ সংস্থা দ্বারা পরিচালিত এবং পরিচালিত হওয়া উচিত, তা অন্যান্য ব্যক্তিদের সম্পূর্ণ বা আংশিক বাদ দিয়ে বা অন্যথায়, রাজ্য পরিবহণ সংস্থা প্রস্তাবিত পরিষেবাগুলির প্রকৃতি, অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রস্তাবিত এলাকা বা রুট এবং এর সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য বিশদ বিবরণের বিবরণ দিয়ে স্কিম প্রস্তুত করতে পারে এবং এই জাতীয় প্রতিটি প্রকল্প সরকারী গেজেটে এবং রাজ্য সরকার নির্দেশ করতে পারে এমন অন্য পদ্ধতিতেও প্রকাশ করতে পারে।"

১৮) ধারা ৬৮ উপ-ধারা (গ)-এর একটি পর্যালোচনায় ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এই বিধানে ব্যবহৃত শব্দগুলি "যেখানে কোনও রাজ্য পরিবহণ উদ্যোগ মতামত দেয়, সেখানে রাজ্য পরিবহণ উদ্যোগ একটি প্রকল্প প্রস্তুত করতে পারে এবং এই জাতীয় প্রতিটি প্রকল্পকে সরকারী গেজেটে প্রকাশ করতে হবে।" মাদ্রাজ সরকারী ব্যবসায়িক বিধির বিধি ২৩ (ক) সম্পর্কিত ব্যবসায়িক নিয়মাবলীতে, শিল্প, শ্রম ও আবাসন বিভাগে মাদ্রাজ সরকারের সচিব দ্বারা ধারা ৬৮ (গ) এর অধীনে রাজ্য পরিবহণ সংস্থা যে ক্ষমতা ও কার্যকারিতা প্রয়োগ করতে পারে তা রাজ্য সরকারের পক্ষে প্রয়োগ করতে হবে। সাংবিধানিক বেঞ্চ বলেছিল যে, সরকারের সচিবের সিদ্ধান্তটি ব্যবসায়িক বিধি অনুসারে রাজ্যপালের সিদ্ধান্ত। ১০, ১১ এবং ১২ নং অনুচ্ছেদে নিম্নলিখিতটি বলা হয়েছেঃ -

"১০) যে কোনও মন্ত্রকের প্রতিটি পদক্ষেপের জন্য মন্ত্রিসভা আইনসভার কাছে দায়বদ্ধ। এটি যৌথ দায়িত্বের সারমর্ম। এর অর্থ এই নয় যে প্রতিটি সিদ্ধান্ত অবশ্যই মন্ত্রিসভা নেবে। মন্ত্রিসভার রাজনৈতিক দায়িত্ব সমস্ত বা কোনও সরকারী কাজ সম্পাদনের জন্য মন্ত্রিসভার ব্যক্তিগত দায়িত্বকে পূর্বাভাস দেয় না এবং করতে পারে না। একইভাবে, একজন মন্ত্রী তার মন্ত্রণালয়ে গৃহীত বা বাদ দেওয়া প্রতিটি পদক্ষেপের জন্য আইনসভার কাছে দায়ী থাকেন।

টি আবার একটি রাজনৈতিক দায়িত্ব এবং ব্যক্তিগত দায়িত্ব নয়। এমনকি সবচেয়ে পরিশ্রমী মন্ত্রীও তার বিভাগের প্রতিটি কাজে অংশ নিতে পারেন না। যদি তিনি এটি করার চেষ্টা করেন তবে তিনি তার বিভাগের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে বাধ্য। প্রতিটি সুপরিকল্পিত প্রশাসনে, বেশিরভাগ সিদ্ধান্ত সরকারি কর্মচারীদের দ্বারা নেওয়া হয় যারা সম্ভবত বিশেষজ্ঞ এবং রাজনৈতিক চাপের অধীন নয়। মন্ত্রীর প্রতিদিনের প্রশাসনের বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার আশা করা হয় না। তাঁর প্রাথমিক কাজ হল তাঁর মন্ত্রকের নীতি ও কর্মসূচি নির্ধারণ করা, যখন মন্ত্রী পরিষদ সরকারের প্রধান নীতি ও কর্মসূচি নির্ধারণ করে। যখন কোনও সরকারি কর্মচারী কোনও সিদ্ধান্ত নেন, তখন তিনি তাঁর মন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে তা করেন না। তিনি সরকারের পক্ষ থেকে তা করেন। একজন মন্ত্রীর পক্ষে তাঁর মন্ত্রকের যে কোনও ফাইল আহ্বান করা এবং আদেশ পাস করা সর্বদা উন্মুক্ত থাকে। তিনি তাঁর মন্ত্রকের আধিকারিকদের সাধারণভাবে বা কোনও নির্দিষ্ট মামলার বিষয়ে সরকারি কাজের নিষ্পত্তির বিষয়ে নির্দেশও দিতে পারেন। সমস্ত ক্ষমতার সাপেক্ষে, "বিধি" বা স্থায়ী আদেশ দ্বারা মনোনীত আধিকারিকরা সরকারের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এই আধিকারিকরা সরকারের অঙ্গ, প্রতিনিধিরা নয়।

১১) এম্পেরর বনাম শিবনাথ ব্যানার্জি[১], ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫-এর ধারা ৫৯ (৩)-কে ১৬৬ (৩) অনুচ্ছেদের অনুরূপ একটি বিধান হিসাবে বিবেচনা করে, বিচার বিভাগীয় কমিটি বলেছিল যে কোনও সরকারি কর্মচারীকে যথাযথ নিয়ম তৈরি করে সরকারের কোনও নির্দিষ্ট কাজ করার ক্ষমতা দেওয়া রাজ্যপালের ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে। সেক্ষেত্রে তাদের প্রভুরা আরও পর্যবেক্ষণ করেছিলেন যে সরকারি কর্মচারীদের মতো মন্ত্রীরা রাজ্যপালের অধীনস্থ। কল্যাণ সিং বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য[২] মামলায় সরকারের একজন কর্মকর্তার মতামত ধারা ৬৮(গ) এর প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে না এই যুক্তি খারিজ করে এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে:

"মতামত অবশ্যই এমন কোনও ব্যক্তির দ্বারা গঠিত হতে হবে যার উপর, ব্যবসার নিয়ম অনুসারে, ব্যবসা পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে এবং সেই মতামত, আইনত, রাজ্য সরকারের মতামত হবে। পাল্টা হলফনামায় বলা হয়েছে যে পরিবহন বিভাগের সকল সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা খসড়া প্রকল্পটি বিবেচনা করেন এবং বিজ্ঞপ্তি জারির আগেই পরিবহণ বিভাগের সচিব কর্তৃক উক্ত প্রকল্পটি চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়।

এটি অস্বীকার করা হয় না যে উক্ত বিভাগের সচিবের ব্যবসায়িক নিয়মের অধীনে রাজ্য সরকারের পক্ষে কাজ করার ক্ষমতা রয়েছে। অতএব, আমরা মনে করি যে বর্তমান ক্ষেত্রে মতামতটি আইনের ধারা ৬৮ (গ) এর অর্থের মধ্যে রাজ্য পরিবহন উদ্যোগ দ্বারা গঠিত হয়েছিল এবং উক্ত প্রকল্পের সূচনা পদ্ধতিতে অবৈধ কিছু ছিল না।"

১২) ঈশ্বরলাল গিরধরলাল যোশী ইত্যাদি বনাম গুজরাট রাজ্য[৩] মামলায় এই আদালত এই যুক্তি প্রত্যাখ্যান করেছে যে, ভূমি অধিগ্রহণ আইনের ১৭ (১) ধারার অধীনে উপ-সচিবের দ্বারা গঠিত মতামত রাজ্য সরকারের মতামত হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না। সরকারি কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণকারী ব্যবসার নিয়মগুলি উল্লেখ করার পরে, এই আদালত পৃ. ২৮২-এ মন্তব্য করেছেঃ

"আমাদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সচিবদের সরকারের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা নেওয়ার এবং ধারা ৬-এর অধীনে অধিগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা, বিষয়টির জরুরি অবস্থা এবং ধারা ১৭-এর উপ-ধারা (১) ও (৪) প্রয়োগের জন্য বর্জ্য ও কৃষিযোগ্য জমির অস্তিত্ব সম্পর্কে নিজেদের সন্তুষ্ট করার এখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল। কার্যবিধি এবং নির্দেশাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে তাদের সিদ্ধান্ত সরকারের সিদ্ধান্তে পরিণত হয় এবং কোনও ব্যতিক্রম করা যায় না।"

১৯) অর্থমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে মুখ্যমন্ত্রী ০৭.০৬.২০১৬ তারিখে চারটি স্কুল অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। এই সিদ্ধান্তকে হাইকোর্ট বা এই আদালতে চ্যালেঞ্জ করা হয়নি যে, মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের ব্যবসার নিয়মাবলীর অধীনে বিদ্যালয়গুলির অধিগ্রহণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম নন। যা যুক্তি দেওয়া হচ্ছে তা হল, বিদ্যালয়টি গ্রহণের জন্য ধারা ১৫-এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার তারিখ পর্যন্ত বিদ্যালয়টি বিদ্যমান থাকবে এবং যদি বিদ্যালয়টি বন্ধ থাকে, প্রজ্ঞাপনের তারিখের আগে যে কোনও তারিখে, ধারা ১৫-এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করা যাবে না। উপরের বিষয়টির উপর জোর দিয়ে বিজ্ঞ একক বিচারপতির রায়ের পর প্রতিষ্ঠানটির পরিচালকরা একটি পুনর্বিবেচনার আবেদনও দায়ের করেছেন। বিজ্ঞ একক বিচারক বিষয়টি বিশদভাবে মোকাবিলা করেছেন এবং বলেছেন যে মুখ্যমন্ত্রী যখন সিদ্ধান্তটি নিয়েছিলেন তখন ধারা ১৫ দ্বারা বিবেচিত সন্তুষ্টি ০৭.০৬.২০১৬-এ পৌঁছেছিল। বিজ্ঞ একক বিচারক (বিচারপতি এ কে জয়শঙ্করন নাম্বিয়ার) বিষয়টি ব্যাপকভাবে বিবেচনা করেছিলেন এবং নিম্নলিখিত মতামত প্রকাশ করেছিলেনঃ

"ক্ষমতার প্রয়োগ কেবলমাত্র রাজ্য সরকারের সন্তুষ্ট হওয়ার উপর শর্তযুক্ত করা হয় যে এতে নির্দেশিত এক বা সমস্ত কারণ বিদ্যমান রয়েছে, যার ফলে রাজ্য সরকারের পক্ষে জনস্বার্থে কাজ করা প্রয়োজন। আমার মতে, কেবল এই পর্যায়েই একটি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় অবশ্যই বিষয় হিসাবে বিদ্যমান থাকতে হবে, যার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়। দায়িত্ব গ্রহণের ক্ষেত্রে মেনে চলার পদ্ধতি, যেমন একটি আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি জারি করার আগে একটি প্রস্তাব তৈরি করা এবং অনুমোদনের জন্য রাজ্যের বিধানসভার সামনে রাখা, কেবল এই ধারার অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নেওয়া সিদ্ধান্তের বৈধ বাস্তবায়ন বা কার্যকরকরণ নিশ্চিত করে। অতএব, এটি অনুসরণ করে যে একবার কোনও সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়কে প্রস্তাবিত অধিগ্রহণের বিষয় হিসাবে চিহ্নিত করা হলে, রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পর্যায়ে এটি বন্ধ করার কোনও ফল হয় না এবং রাজ্য সরকারের দ্বারা ক্ষমতার বৈধ প্রয়োগকে প্রভাবিত করবে না। রাজ্য সরকারের ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে, '২৯.০৬.২০১৬'-এর বিষয়ে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্রীর '০৭.০৬.২০১৬'-এর বিষয়ে নেওয়া সিদ্ধান্তকে অনুমোদনের প্রভাব ফেলেছিল এবং তাই রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত কার্যকরভাবে '০৭.০৬.২০১৬'-এর সঙ্গে সম্পর্কিত।

২০) ধারা ১৫ (১)-এর অধীনে সংবিধিবদ্ধ পরিকল্পনার দিকে তাকিয়ে, আমরা মনে করি যে ধারা ১৫ দ্বারা বিবেচিত সরকারের সন্তুষ্টি হ 'ল উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সন্তুষ্টি, যারা ব্যবসার নিয়মের অধীনে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। আমরা উপরে লক্ষ্য করেছি যে বিদ্যালয়টি প্রকৃত বন্ধের তারিখ সম্পর্কে বিজ্ঞ একক বিচারকের অনুসন্ধানগুলি, যা ডিভিশন বেঞ্চ রিট আবেদনে বিশেষভাবে নিশ্চিত করেছে যে বিদ্যালয়টি ০৭.০৬.২০১৫ এ বন্ধ হয়েছিল বা এরপরে এবং মুখ্যমন্ত্রী যখন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সেই তারিখে স্কুলটি প্রকৃত বন্ধ করা হয়নি। প্রশাসন কর্তৃক অবমাননার আবেদন দায়ের করা হয়েছিল, যা ১৬.০৬.২০১৫-এ বন্ধ করা হয়েছিল যে বন্ধ করার বিষয়ে সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা নেওয়া হয়েছে এবং অবমাননার ক্ষেত্রে, রাজ্যের পক্ষ থেকে বিবৃতিটিও উল্লেখ করা হয়েছিল যে রাজ্য প্রতিষ্ঠানগুলি গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সুতরাং, মুখ্যমন্ত্রী যখন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, সেদিন বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না।

২১) উপরে উল্লিখিত অন্য দুটি ধাপ, অর্থাৎ বিধানসভার অনুমোদন এবং গেজেটে বিজ্ঞপ্তি জারি করা, প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করার এবং তারিখে যখন সরকার নিশ্চিত হয়েছিল যে স্কুলটি দখল করা জনস্বার্থে, তখন স্কুলটি অস্তিত্বশীল ছিল,

উক্ত সিদ্ধান্তটি তার কার্যকারিতা হারাবে বলে বলা যায় না, এমনকি ধারা ১৫ এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি জারি করার আগে স্কুলটি আসলে বন্ধ ছিল। যখন '০৭.০৬.২০১৬'-এর উপর নেওয়া সিদ্ধান্তটি স্কুল বন্ধ করার জন্য বৈধ ছিল, তখন এটি ক্ষমতার বৈধ প্রয়োগ ছিল এবং আপিলকারীর মতে, বিধানসভা প্রস্তাবটি পাস করার আগে স্কুলটি বন্ধ ছিল বা বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। পরবর্তী কোনও বৈধ কারণ সহ কোনও কারণে প্রস্তাবটি অনুমোদন না করার জন্য বিধানসভার জন্য উন্মুক্ত থাকতে পারে, তবে বিধানসভা অনুমোদিত হওয়ার পরে, উপরের জমা দেওয়ার শক্তির ভিত্তিতে আপিলকারী কোনও মূলধন অর্জন করতে পারবেন না।

২২) আমরা বিজ্ঞ একক বিচারপতির এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করি যে, যে তারিখে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী বিদ্যালয়গুলি দখল করার জন্য ০৭.০৬.২০১৬-এর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন; বিদ্যালয়গুলি আসলে বন্ধ ছিল না।

২৩) আরও একটি কারণ রয়েছে যার কারণে বিধানসভা কর্তৃক অনুমোদিত এবং গেজেটে অবহিত রাজ্য সরকার কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তে কোনও হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই। কারণ হল যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি অধিগ্রহণ করা হয়েছে সেগুলি হল প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। ভারতের সংবিধানের ২১ (ক) অনুচ্ছেদের পাশাপাশি শিশুদের বিনামূল্যে ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার আইন, ২০০৯-এর অধীনে, প্রাথমিক (উচ্চ প্রাথমিক এবং নিম্ন প্রাথমিক) শিক্ষার জন্য ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য রাজ্যকে সমস্ত পদক্ষেপ নিতে হবে। যে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি তাদের নিজ নিজ প্রশাসন দ্বারা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, সেগুলি চালানোর সিদ্ধান্ত জনস্বার্থে এবং শিক্ষার স্বার্থে নেওয়া হয়েছিল। হাইকোর্ট যথাযথভাবে রাজ্য সরকারের স্কুলগুলিকে সরাসরি সরকার দ্বারা পরিচালনার সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করেছে।

২৪) আপীলকারীর জোরালোভাবে যুক্তির আরেকটি অঙ্গ হল যে, বিদ্যালয়গুলির সম্পত্তি অধিগ্রহণ, যদি রাজ্য দ্বারা করা হয়, তবে রাজ্যের ২০১৩ সালের আইনের বিধানগুলির আশ্রয় নেওয়া উচিত ছিল। এটি যুক্তি দেওয়া হয় যে বিদ্যালয়গুলির মালিকরা তাদের সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। তারা স্পষ্টভাবে ২০১৩ সালের আইনের বিধান অনুসারে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী। বিজ্ঞ আইনজীবী জমা দিয়েছেন যে ২০১৩ সালের আইন একটি সংসদীয় আইন হওয়ায়, ১৯৫৮ সালের আইনের ১৫ ধারায় বর্ণিত স্কুলের সম্পত্তি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত বিধানকে বাতিল করবে।

২৫) কেরালা শিক্ষা আইন, ১৯৫৮ একটি রাজ্য আইন যা শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তালিকা III-তে প্রতিস্থাপনের পূর্বে শিক্ষার প্রবেশিকাটি সংবিধান (দ্বিতীয়-চল্লিশ সংশোধন) আইন, ১৯৭৬ দ্বারা তালিকা II এন্ট্রি ১১-এ অন্তর্ভুক্ত ছিল। এন্ট্রি ১১ তালিকা II বাদ দেওয়া হয়েছিল এবং বিষয়টি তালিকা III-এর এন্ট্রি ২৫-এ অন্তর্ভুক্ত করার জন্য স্থানান্তরিত করা হয়েছিল, যা নিম্নরূপ:

"২৫) প্রথম তালিকার ৬৩, ৬৪, ৬৫ এবং ৬৬ নম্বর এন্ট্রির বিধান সাপেক্ষে কারিগরি শিক্ষা, চিকিৎসা শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয় সহ শিক্ষা; শ্রমের বৃত্তিমূলক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ।"

২৬) সম্পত্তি অধিগ্রহণ এন্ট্রি ৪২ তালিকা III দ্বারা আচ্ছাদিত। এন্ট্রি ৪২ তালিকা II নিম্নরূপঃ

"৪২) সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও অধিগ্রহণ।"

২৭) যেমন উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, বর্তমান ক্ষেত্রে কেরল শিক্ষা আইন, ১৯৫৮-এর অধীনে প্রকল্পের একটি অংশ ১৫ ধারা অনুসারে রাজ্য দ্বারা বিদ্যালয়টি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে। ধারা ১৫-এ অন্তর্ভুক্ত উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্যের জন্য রাজ্য একটি বিদ্যালয় দখল করার অধিকারী। সরকার নিম্নলিখিত যে কোনও উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়টি গ্রহণ করার অধিকারীঃ

i) রাজ্যে সাধারণ শিক্ষার মান নির্ধারণের জন্য, অথবা

ii) যে কোনও ক্ষেত্রে সাক্ষরতার স্তরের উন্নতির জন্য, অথবা

iii) যে কোনও ক্ষেত্রে সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে আরও কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য, অথবা

iv) জনস্বার্থে যে কোনও বিভাগের শিক্ষাকে তাদের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য।

২৮) বর্তমান ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার শিক্ষার স্বার্থে জনস্বার্থে বিদ্যালয়টি গ্রহণ করেছে। ১৫ ধারার অধীনে রাজ্যকে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তা ২০১৩ সালের আইনের বিধান অনুযায়ী রাজ্যের যে ক্ষমতা রয়েছে তার থেকে স্বতন্ত্র এবং পৃথক।

২৯) যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে, ১৫ ধারা ২০১৩ সালের আইনের বিরোধী, যা একটি সংসদীয় আইন, তাই এটি ভারতীয় সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৫৪ উপ-ধারা (১)-এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৮ সালের আইনটিকে অগ্রাহ্য করবে।

৩০) দুটি সংবিধির মধ্যে অসঙ্গতি/বিদ্বেষ নিশ্চিত করার নীতিগুলি এই আদালত দ্বারা দীপ চাঁদ বনাম ইউ. পি রাজ্য এবং অন্যান্যরা, এ. আই. আর ১৯৫৯ এস. সি ৬৪৮, ক্ষেত্রে নির্ধারণ করা হয়েছিল। কে. সুব্বা রাও, বিচারপতি আদালতের পক্ষে কথা বলতে গিয়ে ২৯ অনুচ্ছেদে নিম্নরূপ উল্লেখ করেছেনঃ

"২৯) নিম্নলিখিত তিনটি নীতির ভিত্তিতে দুটি আইনের মধ্যে বিরোধিতা নির্ণয় করা যেতে পারে:

(১) দুটি বিধানের মধ্যে সরাসরি দ্বন্দ্ব আছে কিনা;

(২) সংসদ রাজ্য আইনসভার আইনের পরিবর্তে বিষয়-বিষয় সম্পর্কিত একটি সম্পূর্ণ কোড স্থাপন করতে চেয়েছিল কিনা এবং

(৩) সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন এবং রাজ্য আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন একই ক্ষেত্র দখল করে কিনা।

৩১) কেরালা রাজ্যের এই আদালত এবং অন্যান্যরা বনাম মার আপ্রেইম কুরি কোম্পানি লিমিটেড এবং আরেকজন, (২০১২) ৭ এস. সি. সি ১০৬, ৪৭ অনুচ্ছেদে রায় দিয়েছে যেঃ

"৪৭) সংসদীয় আইন এবং রাজ্য আইনগুলির মধ্যে বিরূপতার প্রশ্ন দুটি উপায়ে উত্থাপিত হয়। প্রথমত, যেখানে আইনগুলি, যদিও তাদের বরাদ্দকৃত ক্ষেত্রের বিষয়গুলির ক্ষেত্রে প্রণীত হয়, ওভারল্যাপ এবং দ্বন্দ্ব হয়। দ্বিতীয়ত, যেখানে দুটি আইন সমবর্তী তালিকার বিষয়গুলির ক্ষেত্রে রয়েছে এবং একটি দ্বন্দ্ব রয়েছে। উভয় পরিস্থিতিতে, প্রথমটিতে, অনুচ্ছেদ ২৪৬ (১)-এর অ-বাধা ধারার কারণে সংসদীয় আইন প্রাধান্য পাবে; দ্বিতীয়টিতে, অনুচ্ছেদ ২৫৪ (১)-এর কারণে।

কেরালা রাজ্যের মামলায় (উপরিউক্ত) এই আদালত যে প্রস্তাব দিয়েছে তাতে কোনও বিতর্ক হতে পারে না।

৩২) এই আদালত বার বার জোর দিয়ে বলেছে যে, সপ্তম তফসিল বা দুটি আইনের দুটি এন্ট্রিতে কোনও ওভারল্যাপিং পাওয়া গেলে, আদালতের কর্তব্য হল এর প্রকৃত উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্য খুঁজে বের করা এবং নির্দিষ্ট আইনটিকে তার মূল ও সারাংশে পরীক্ষা করা। কর্তার সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্য, (১৯৯৪) ৩ এস. সি. সি ৫৬৯ অনুচ্ছেদে নিম্নলিখিত ৫৯ এবং ৬০ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছেঃ

"৫৯) কিন্তু তা করার আগে আমরা আইনসভার তালিকার এন্ট্রিগুলি ব্যাখ্যা করার জন্য প্রযোজ্য নীতিগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করতে পারি।

এটি নির্ধারণ করা হয়েছে যে এন্ট্রিগুলি সংকীর্ণ এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ অর্থে বোঝানো উচিত নয় এবং এই এন্ট্রিগুলির ভাষাকে অবশ্যই বিস্তৃত বিস্তার দিতে হবে। কখনও কখনও বিভিন্ন তালিকা বা একই তালিকার এন্ট্রিগুলি একে অপরের সাথে ওভারল্যাপ বা সরাসরি দ্বন্দ্বে থাকতে পারে। সেই ক্ষেত্রে আদালতের কর্তব্য হল এর প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য খুঁজে বের করা এবং নির্দিষ্ট আইনটিকে তার 'পিথ এবং পদার্থে' পরীক্ষা করে দেখা যে এটি [তালিকার এক বা অন্যটিতে ফিট করে কিনা। [দেখুনঃ সিন্থেটিক্স অ্যান্ড কেমিক্যালস লিমিটেড বনাম ইউ. পি. রাজ্য; ইন্ডিয়া সিমেন্ট লিমিটেড বনাম টি. এন. রাজ্য।]

৬০) 'মূল ও সার'-এর এই মতবাদটি প্রয়োগ করা হয় যখন কোনও নির্দিষ্ট আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কোনও আইনসভার আইন প্রণয়নের ক্ষমতাকে বিভিন্ন তালিকার এন্ট্রিগুলির প্রসঙ্গে বিরোধিতা করা হয়, অর্থাৎ একটি তালিকার বিষয় নিয়ে কাজ করা একটি আইন অন্য তালিকার একটি বিষয়কেও স্পর্শ করে। এই ক্ষেত্রে, যা নিশ্চিত করতে হবে তা হল আইনের মূল এবং সার। প্রশ্নযুক্ত আইনটির যাচাই-বাছাইয়ের পরে, যদি দেখা যায় যে, আইনটি নির্ধারিত একটি বিষয়ে এক সারিতে রয়েছে যা সেই আইন প্রণয়নকারী আইনসভাকে নির্ধারিত করা হয়েছে, তবে সেই আইনটিকে তার ক্ষমতার বাইরে যে কোনও বিষয়ের উপর আনুষঙ্গিক গর্ত থাকা সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে বৈধ বলে গণ্য করতে হবে।" অন্য আইনসভার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত একটি বিষয়ে। ভিন্নভাবে বলতে গেলে, আনুষঙ্গিক দখল সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ নয়।"

৩৩) এ. এস. কৃষ্ণা এবং অন্যান্যরা বনাম মাদ্রাজ রাজ্য, এ. আই. আর ১৯৫৭ এস. সি. ২৯৭ মামলায় এই আদালত ১০ অনুচ্ছেদে নিম্নলিখিত নির্দেশ দিয়েছেঃ

১০. প্রফুল্ল কুমার মুখোপাধ্যায় বনাম ব্যাঙ্ক অফ কমার্স, লিমিটেড [১৯৪৬ ৭৪ আই. এ. ২৩] মামলায় এই বিষয়টি সরাসরি প্রিভি কাউন্সিলের সামনে উত্থাপিত হয়েছিল। সেখানে প্রশ্ন ছিল, ১৯৪০ সালের বাংলার মহাজন-ঋণ আইন, যা একজন মহাজন কর্তৃক ঋণের মূলধন এবং সুদের জন্য আদায়যোগ্য পরিমাণ সীমিত করে, প্রতিশ্রুতি নোটের ক্ষেত্রে বৈধ কিনা। অর্থ-ঋণ দেওয়া তালিকা ১-এর আইটেম ২৭-এর অধীনে প্রাদেশিক আইনসভার একচেটিয়া ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে, তবে প্রতিশ্রুতি নোটটি কেন্দ্রের জন্য সংরক্ষিত একটি বিষয়, তালিকা ১, আইটেম ২৮-এর মাধ্যমে। প্রিভি কাউন্সিলের মতে যে বিতর্কিত আইনের মূল এবং উপাদান অর্থ-ঋণ দেওয়া শুরু করে, এটি বৈধ ছিল যদিও এটি ঘটনাক্রমে এন্টার 28 এর অধীনে কেন্দ্রের জন্য আইন সংরক্ষণের একটি ক্ষেত্রের উপর দখল করেছিল।

উপরের উদ্ধৃত সুব্রামণ্যন চেট্টিয়ার বনাম মুত্তুস্বামী গৌণ্ডন (উপরিউক্ত)-এ স্যার মরিস গয়ার প্রধান বিচারপতি-এর পর্যবেক্ষণগুলি উদ্ধৃত করার পরে, লর্ড পোর্টার পর্যবেক্ষণ করেছেনঃ

"তাদের প্রভুরা একমত যে এই অনুচ্ছেদটি সঠিকভাবে বর্ণনা করে যে কোন ভিত্তিতে এই নিয়মটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এটি ভারতীয় পাশাপাশি ডোমিনিয়ন আইনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

কোনও সন্দেহ নেই যে অতীতের অসুবিধাগুলির অভিজ্ঞতা ভারতীয় আইনের বিধানগুলিকে কিছু বিশদে আরও নির্ভুল করে তুলেছে এবং সমবর্তী তালিকার অস্তিত্ব সেই বিষয়গুলির মধ্যে পার্থক্য করা সহজ করে তুলেছে যা কোন তালিকার নির্দিষ্ট বিধানকে দায়ী করা উচিত এবং যেগুলি নিছক আনুষঙ্গিক তা নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয়। তবে বিষয়-বিষয়গুলির ওভারল্যাপিং এড়ানো যায় না দুটির জন্য তিনটি তালিকা প্রতিস্থাপন করে, বা এমনকি এখতিয়ারের একটি শ্রেণিবিন্যাসের ব্যবস্থা করে। বিষয়গুলিকে এখনও ওভারল্যাপ করতে হবে, এবং তারা কোথায় কাজ করে, প্রশ্নটি অবশ্যই জিজ্ঞাসা করতে হবে যে অভিযোগ করা হয়েছে তার আইনের কার্যকর প্রভাব কী, এবং কোন তালিকায় এর প্রকৃত প্রকৃতি এবং চরিত্র পাওয়া যায়। যদি এই প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করা না যায়, তবে অবশ্যই উপকারী আইনটি জন্মের সময় সন্তুষ্ট হবে এবং প্রাদেশিক আইনের উপর ন্যস্ত অনেক বিষয় কার্যকরভাবে মোকাবেলা করা যাবে না... "

৩৪) আরও ভারতের ইউনিয়ন এবং অন্যান্য বনাম শাহ গোবর্ধন এল কাবরা শিক্ষক কলেজ, (২০০২) ৮ এসসিসি ২২৮ অনুচ্ছেদ ৭-এ নিম্নলিখিতটি নির্ধারণ করা হয়েছিল:

"৭) এটি আরও একটি সুনির্দিষ্ট নীতি যে বিভিন্ন তালিকার এন্ট্রিগুলি কোনও সংকীর্ণ অর্থ না দিয়ে একসাথে পড়া উচিত। সংসদের পাশাপাশি রাজ্য আইনসভার ক্ষমতা সুনির্দিষ্ট এবং নির্দিষ্ট ভাষায় প্রকাশ করা হয়। যদিও একটি এন্ট্রি তার বিস্তৃত অর্থ দিতে হবে তবে এটি এমনভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে না যাতে অন্য এন্ট্রিটিকে অগ্রাহ্য করা যায় বা অন্য এন্ট্রিটিকে অর্থহীন করা যায় এবং বিভিন্ন এন্ট্রির মধ্যে আপাত দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে, আদালতের কর্তব্য হল সেগুলি পুনর্মিলন করা। যখন আদালতের কাছে এটি প্রদর্শিত হয় যে দুটি এন্ট্রির মধ্যে আপাতভাবে ওভারল্যাপিং রয়েছে তখন কোনও আইনের প্রকৃত প্রকৃতি এবং এটি কোন এন্ট্রির মধ্যে পড়বে তা খুঁজে বের করার জন্য "পিথ এবং পদার্থ" এর মতবাদ প্রয়োগ করতে হবে।

১ম তালিকা এবং ২য় তালিকার এন্ট্রিগুলির মধ্যে দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে, "মৌলিক ও মৌলিক" নীতির প্রয়োগের মাধ্যমে একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। "মৌলিক ও মৌলিক" মতবাদের অর্থ হল, যদি কোনও আইন সংবিধান দ্বারা যে আইনসভা এটি প্রণয়ন করে তার উপর স্পষ্টভাবে প্রদত্ত ক্ষমতার মধ্যে পড়ে, তবে এটিকে অবৈধ বলে গণ্য করা যাবে না, কেবলমাত্র কারণ এটি ঘটনাক্রমে অন্য আইনসভাকে নির্ধারিত বিষয়গুলিতে হস্তক্ষেপ করে। যখন কোনও আইনকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতার বাইরে বলে অভিযুক্ত করা হয়, তখন যা নির্ধারণ করা প্রয়োজন তা হল আইনের প্রকৃত চরিত্র। যদি এই ধরনের পরীক্ষায় দেখা যায় যে আইনটি আইনসভার জন্য নির্ধারিত কোনও বিষয়ে বস্তুগতভাবে এক, তবে এটিকে অবশ্যই তার সম্পূর্ণরূপে বৈধ বলে ধরে নিতে হবে, যদিও এটি ঘটনাক্রমে তার ক্ষমতার বাইরে থাকা বিষয়গুলিতে ফাঁকফোকর করতে পারে। আইনের প্রকৃত চরিত্র পরীক্ষা করার জন্য, পুরো আইন, তার উদ্দেশ্য, সুযোগ এবং প্রভাব পরীক্ষা করতে হবে। অন্য আইনের অঞ্চলে আক্রমণের প্রশ্নটি মাত্রা দ্বারা নয় বরং বস্তুগতভাবে নির্ধারণ করতে হবে। "পিথ এবং পদার্থ" মতবাদটি কেবল দুটি আইনসভার ক্ষমতার মধ্যে দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করতে হবে না, তবে যে কোনও ক্ষেত্রে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে কোনও আইন নির্দিষ্ট আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দ্বারা আচ্ছাদিত কিনা যার প্রয়োগের জন্য এটি তৈরি করা হয়েছে।"

৩৫) সমভাবে ধরে নেওয়া হয় যে, দুটি আইনের কার্যকারিতার ক্ষেত্রে, যা বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত, দুটি আইনের কার্যকারিতার ক্ষেত্রে একটি ছোট ক্ষেত্রের ক্ষেত্রে একটি আনুষঙ্গিক লঙ্ঘন রয়েছে, এটি ধরে নেওয়া যায় না যে একটি আইন অন্যটিকে অগ্রাহ্য করে। যখন আমরা উভয় আইনের, অর্থাৎ, আইন, ১৯৫৮ এবং আইন, ২০১৩-এর সারমর্ম এবং সারমর্মের দিকে নজর দিই, তখন এটি স্পষ্ট যে তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করে এবং এটি বলা যায় না যে আইন, ১৯৫৮ আইন, ২০১৩-এর পরিপন্থী। এটিও লক্ষণীয় প্রাসঙ্গিক যে ধারা ১৫(২) এর অধীনে, যেখানে কোনও স্কুল উপ-ধারা (১) এর অধীনে সরকারের উপর ন্যস্ত থাকে, সেখানে বিজ্ঞপ্তির তারিখে বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ প্রদানের অধিকারী ব্যক্তিদের প্রদান করা হবে।

৩৬) বর্তমান মামলার পাল্টা হলফনামায় রাজ্য স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে যে কালেক্টর ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করেছেন। পাল্টা হলফনামার ১২ অনুচ্ছেদে নিম্নলিখিতটি বলা হয়েছেঃ

"১২) সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা ৪টি স্কুলের মধ্যে, বাজার মূল্য অনুসারে নিম্নলিখিত ৩টি স্কুলের প্রাক্তন ব্যবস্থাপকদের ক্ষতিপূরণ মঞ্জুর করা হয়েছে।

(i) এ. ইউ. পি. স্কুল,-মালাপরম্বা ৫,৮৫,৮৬,৭১০/-টাকা জিও (আর. টি) নং ১৮১ ২০১৭ (জি. ই. ডি. এন তারিখ ২৫.০১.২০১৭ অনুযায়ী।

(ii) এ. ইউ. পি স্কুল, পালাট, কোঝিকোড়-৫৬,০৯,৯৪৭/- টাকা জিও (আরটি) নং ২২৮৯/২০১৭/জি. ই. ডি. এন তারিখ ১১.০৭.২০১৭ এবং জিও (আরটি) নং ৬০৪৭/২০১৭/এফআইএন তারিখ ৩১.০৭.২০১৭ অনুসারে।

(iii) পিএম.এল.পি. স্কুল, কিরালুর, ত্রিশূর ৭৯,৫৪,৫৫০/- টাকা জিও (আরটি) নং ২২৮৯/২০১৭/জি. ই. ডি. এন তারিখ ১১.০৭.২০১৭ এবং জিও (আরটি) নং ৬০৪৭/২০১৭ এফএন তারিখ ৩১.০৭.২০১৭ অনুসারে।

৩৭) এটিও লক্ষণীয় প্রাসঙ্গিক যে ধারা ১৫ উপ-ধারা (৪) এর অধীনে, কালেক্টরের আদেশে ক্ষুব্ধ যে কোনও ব্যক্তির জেলা আদালতে আপিল করার অধিকার রয়েছে।

৩৮) উপরোক্ত উল্লিখিত মামলাগুলিতে এই আদালত কর্তৃক নির্ধারিত অনুপাত প্রয়োগ করে, আমরা এই উপসংহারে পৌঁছেছি যে, ১৯৫৮ সালের আইন এবং ২০১৩ সালের আইন বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করে এবং ১৯৫৮ সালের আইনের ১৫ ধারা কোনওভাবেই ২০১৩ সালের আইনকে অগ্রাহ্য বা অসঙ্গতিপূর্ণ নয়। ১৫ ধারার অধীনে রাজ্য সরকারের স্কুলগুলি দখল করার ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনও অযোগ্যতা ছিল না। মালিকরা প্রজ্ঞাপনের তারিখে বাজার দরে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী হওয়ায়, সম্পত্তি গ্রহণের প্রক্রিয়াটি ভারতের সংবিধানের ৩০০ক অনুচ্ছেদের প্রয়োজনীয়তার সম্পূর্ণ সম্মতি। সুতরাং, আমরা আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবীর জমা দেওয়ার কোনও যোগ্যতা খুঁজে পাই না।

৩৯) আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী ভুসাওয়াল পৌর পরিষদ বনাম নিভৃতি রামচন্দ্র ফলক এবং অন্যান্যরা, (২০১৫) ১৪ এস. সি. সি ৩২৭ মামলায় এই আদালতের রায়ের উপর নির্ভরতা রেখেছেন। ভুসাওয়াল পৌর পরিষদ বোম্বে হাইকোর্টের দ্বারা গৃহীত অন্তর্বর্তী আদেশের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করেছিল যার মাধ্যমে আবেদনকারীকে জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রমে রেফারেন্স আদালত কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের বর্ধিত পরিমাণের ৫০ শতাংশ প্রদানের পরিমাণ পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন ত্রাণ দেওয়া হয়েছিল। কাউন্সিল উক্ত আদেশকে বিরোধিতা জানিয়েছিল এবং যুক্তি দিয়েছিল যে জমিটি জনসাধারণের উদ্দেশ্যে অধিগ্রহণ করা হয়েছিল, কাউন্সিল-আপিলকারীর বর্ধিত ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য পর্যাপ্ত তহবিল নেই, এই আদালত রেফারেন্স কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত বর্ধিত ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদানের উপর স্থগিতাদেশ মঞ্জুর করতে পারে।

উপরোক্ত প্রসঙ্গে এই আদালত ৮ অনুচ্ছেদে নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণ করেছেঃ

"৮) আমরা আপিলকারী কাউন্সিলের পক্ষ থেকে এইভাবে উত্থাপিত জমা গ্রহণ করার কোনও যৌক্তিকতা দেখছি না। নিঃসন্দেহে, আপিলকারী ১৪ বছরের কম বয়সী শিশুদের শিক্ষা প্রদানের জন্য একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলার জন্য তার সাংবিধানিক বা বি আইনি বাধ্যবাধকতা পূরণ করতে ইচ্ছুক হতে পারে তবে প্রশ্নটি উত্থাপিত হয় যে আপিলকারী কাউন্সিলের সংবিধানের ৩০০-ক অনুচ্ছেদের অধীনে পৃথক নাগরিকদের সাংবিধানিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে কোনও সরকারী উদ্দেশ্য বা সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা পূরণ করার অধিকার আছে কিনা?"

৪০) এই আদালত কাউন্সিলের দায়ের করা আপিল খারিজ করে দিয়েছিল এবং এই পর্যবেক্ষণ করেছিল যে সম্পত্তির অধিকার কেবল সাংবিধানিক বা বিধিবদ্ধ অধিকারই নয়, এটি একটি মানবাধিকারও। অতএব, যদি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ প্রদান না করে জমি থেকে বঞ্চিত হন, এটা হবে উল্লিখিত উচ্ছেদকৃত ব্যক্তিদেরকে ভবঘুরে হতে বাধ্য করার সমতুল্য। এই আদালত যে প্রস্তাব দিয়েছে তাতে কোনও বিতর্ক থাকতে পারে না। জমি অধিগ্রহণ আইনের অধীনে অধিগ্রহিত জমির জন্য জমি অধিগ্রহণ আইন, ১৮৯৪-এর বিধানের অধীনে নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ জমির মালিককে প্রদান করতে হবে। আপীলকারীকে অন্তর্বর্তীকালীন ত্রাণ প্রদানের আদেশটি ন্যায়সঙ্গত আদেশ বলে মনে করা হয়েছিল যাতে এই আদালত হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করেছিল।

৪১) উপরের ক্ষেত্রে এই আদালত এমন কোনও প্রস্তাব দেয়নি যা আপীলকারীকে সাহায্য করতে পারে। বর্তমানটি জমি অধিগ্রহণ আইনের অধীনে অধিগ্রহণের মামলা নয়। উপরে উল্লিখিত হিসাবে, ১৯৫৮ সালের আইনের ১৫ উপ-ধারা (৪) এর অধীনে, এধারা ১৫ এর অধীনে বিজ্ঞপ্তির তারিখে বাজার মূল্য অনুসারে ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে।

৪২) পূর্ববর্তী আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা আপিলকারীর রিট পিটিশন এবং রিট আপিল খারিজ করে দেওয়া কেরল হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের পাশাপাশি দায়িত্বপ্রাপ্ত একক বিচারকের রায়ে হস্তক্ষেপ করার কোনও ভিত্তি খুঁজে পাই না।

৪৩) ফলস্বরূপ, সমস্ত আপিল খারিজ করা হয়।

কল্পনা কে. ত্রিপাঠি আপিল খারিজ।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যভারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাসায় বোঝার জন্য এবং তা অন্যকোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না । সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে , রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামানিক হবে এবং কার্যকারী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে ।

Arfa Banerjee